ড.আহমদ শরীফ এর বিহগদৃষ্টিতে 'বিশ শতকে বাঙ্গালী '

নুরুজ্জামান মানিক

জ্ঞানের গভীরতায়,মৌলিক চিন্তায়, চর্চায় এবং সর্বোপরি মানবতাবাদ প্রচারে অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল জোতিষ্ক দ্রোহ ও প্রথাবিরোধিতা যার মানসের আন্তর্গত বৈশিষ্ট্য ।

১৯৯৮ এ ঈক্ষণ কর্তৃক প্রকাশিত অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ এর **'বিশ শতকে বাঙ্গালী** 'নামক চার ফর্মার অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্টার খুদ্র কলেবরের পুস্তকটির প্রথম ৪০ পৃষ্ঠ জুড়েই বিশ শতকের বাঙ্গালীর ধমীর্য ,সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছেন নির্মোহ বিহগদৃষ্টিতে। পরবর্তী চব্বিশ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে তার সাহিত্য -সংস্কৃতি বিষয়ে তার বিহগদর্শণ ।এই লেখায় মূলত তার সাহিত্য -সংস্কৃতি বিষয়ক বিহগদর্শণ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা থাকবে।

আমরা জানি ,**'আধুনিকতা**'টার্মটি এসেছে ইউরোপ থেকে।তাই,আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় 'আধুনিকতা'র প্রভাব স্বাভাবিক। অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ এর মতে ,'*আমাদের উনিশ ও বিশশতকী সব কিছুই য়ুরোপীয় মগজী অবদানের নির্যাস ও ছায়া।আমাদের উদারতা,রক্ষণশীলতা,বর্জনশীলতা,উন্মুখতা,গ্রহনবিমুখতা সবটাই য়ুরোপীয় সাহিত্যে মেলে।দেশী চেতনার প্রতিভা মেলে লালনে আর বিদেশী তথা প্রতীচ্য মনীষার প্রভাবজ প্রতভা হলেন রবীন্দ্রনাথ।*

গোটা বিশশতকেই আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক ছিলেন তারই গাঢ. গভীর প্রভাবে মনে-মননে-অভিভূত ও অনুসারী ।(পৃঃ৪১-৪২)

স্মর্তব্য,আহমদ শরীফ নিজে ব্যক্তি বা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের অনুরাগি/পুজারি ছিলেন না।বরং ছিলেন তার কট্টর সমালোচক।যদিও তিনিই পাকিস্তান আমলে তৎকালিন সরকাররের রবীন্দ্রবিরোধী কর্মকান্ডের বিরোধিতা করেছিলেন এবং কলম ধরেছিলেন কিন্তু পরবর্তিতে 'রবীন্দ্র তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে নানা কারণে আভুযুক্ত করার কারণে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। তবে,তার নানা লেখায় ও সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে ,তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত ও অনুরাগি ।(দ্র,দৈনিক সংবাদ,২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬)

রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে কারা ছিলেন।এমন সন্ধিৎসার উত্তর পাওয়া যায় তার এই কথায় : *'কবি মোহিতলাল মজুমদার,যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিশশতকের উষাকালে যার জন্ম সেই জসীমউদ্দিনও আর কবি -গল্পকার-প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ছিলেন রবীন্দ্রপ্রভাববলয়ের বাইরে এবং নতুন ও স্বতন্ত্র মত -পথ-ভাষা -ভঙ্গির অধিকারী।তবে,নজরুল ইসলাম জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে।তাদের প্রত্যেকের*
সৃষ্ট কাব্যজগৎ চিন্তায় -চেতনায় -বক্তব্যে -ভঙ্গিতে স্বাদে আলাদা।রবীন্দ্রনাথের পরেই তাদের স্থান। ' (পৃঃ৪৩)নজরুল কে তিনি প্রগতিশীল ও প্রগতিবাদী কবিদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন ।(পৃ-৪৫)। উল্লেখ্য,ড.আহমদ শরীফই এদেশে প্রথম 'নজরুল অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু কবি নজরুল এর বিরূপ সমালোচনার জন্য নিন্দিত হন। তার এই দ্রোহ আর সাহসের উৎস কি ? তারই ভাষায় : *'আমার সাহসের উৎস।হচেছ হঠকারিতা,*
অবিমৃশ্যকারিতা ,সংস্কৃত শব্দ।আমি ভেবে চিনতে কোনো কাজ করতে পারিনা।আমি যেটা মনে করি উচিৎ, সেটা উচিত।'(দ্রঃ সংবাদ,ঐ)

বাংলাদেশের আরেক প্রথাবরোধী লেখক **হুমায়ুন আজাদ** তার 'নিঃসঙ্গ শেরপা' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বুদ্ধদেব বসুকে বাঙ্গলা ভাষায় আধুনিকতার শিক্ষক বলে মেনেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই মতামতের সরাসরি দ্বিমত প্রকাশ না করে বলেন : ***' বুদ্ধদেব বসু ভাষা-ভঙ্গিতে উচু মানের হয়েও গদ্যে -পদ্যে -কবিতায় গল্পে-উপন্যাসে তার শ্রেষ্ঠত্বের ও নেতৃত্বের প্রত্যাশা পূরণ করেননি।*** (পৃঃঐ)

ড.হুমায়ুন আজাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ **কবি শামসুর রাহমান** প্রসঙ্গে তিনি বলেন :***তিনি যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই।কিন্তু আমাদের যে কোন শ্রেষ্ঠ বা মহৎ কবির যে একটা জীবন-জিজ্ঞাসা থাকে,একটা সুক্ষ্ম জীবনচেতনা বা আদর্শসুত্রে তার সব কবিতা গাথা থাকে অর্থাৎ একটা বানী থাকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে , তা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো তার নেই।তার অনুভব-উপলব্ধি যেন চোখের কোনেই স্থিত, যা দেখেন তা-ই কবিতায় পংক্তিমালা হয়ে রূপ পায়।*** (পৃ-৪৪)

চলবে